শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া

জানুয়ারী ২০০৯ | কেবল মাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত | সংখ্যা ১

প্রিয় ভাই, বোনেরা,

শুভ নববর্ষ। ২০০৯ সালের ইকোজ ইন্ডিয়া সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যায় সকলকে স্বাগত জানাই।

২০০৯ এর নতুন বছরে এবং পরবর্তী কালেও কিছু প্রয়োজনীয় শপথ গ্রহণের জন্য গুরুদেব আমাদের উদ্বুদ্ধ করেন। গুরুদেবের বক্তৃতার অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরা হল। তিরুপ্পুর, মালামপুঝা, থ্রিসুর, কলকাতা ও খড়গপুরে গুরুদেবের ভ্রমণ বৃত্তান্তের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অভ্যাসীদের নৈতিক মানসিকতার অর্থাৎ প্রেম, ক্ষমা, সহনশীলতা এবং সম্যক বোঝাপড়ার উন্নতির জন্য গুরুদেবের প্রদত্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কেন্দ্রে আলোচনা সমাবেশের আয়োজন করা হয়, যাতে অভ্যাসীদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগরণের চেতনার উন্মেষ ঘটে। এছাড়া, অভ্যাসী প্রশিক্ষণ শিবির, অভ্যাসী সমাবেশ এবং সম্প্রতি প্রকাশনার বিশদ তথ্য এতে স্থান পেয়েছে। জ্যোতির্কেন্দ্র বিভাগে SRCM এর প্রথম আশ্রম তিরুপতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২০০৯ এর মার্চ সংখ্যার জন্য লেখা ও সংবাদ পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৯। ছবি-সহ সংবাদ নিজ নিজ কেন্দ্রের ZIC এর মাধ্যমে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পাদক মণ্ডলী।

নতুন বছরে গুরুদেবের বার্তা

২০০৯

(৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ এ প্রদত্ত গুরুদেবের ভাষণের অংশ বিশেষ)

সহজ মার্গ অভ্যাসী হিসেবে আমাদের একটা কথা অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, আমাদের এই মানবজীবনে একমাত্র একটাই লক্ষ্য থাকা উচিত, যার প্রথমটা হল মুক্তি। দ্বিতীয় --- ঈশ্বর উপলব্ধি এবং তৃতীয় --- ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হওয়া।

বর্তমান জগতে, বাবুজী মহারাজের মতে, সহজমার্গ হল দ্রুত মুক্তি লাভের সহজ পথ। কিন্তু তিনি জোরের সঙ্গে এও বলেন যে, পরবর্তী লক্ষ্যগুলি অর্থাৎ ঈশ্বর উপলব্ধি ও ঈশ্বরে লীন হওয়া তেমন কষ্টকর ব্যাপার নয়, যদি আমরা আমাদের মনকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্যপূরণের জন্য দৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট করতে পারি, যা কিনা মানবের ক্রমবিকাশের লক্ষ্য এবং মানব জীবনের লক্ষ্য।

আমাদের মন থেকে নিজেদের জাতি, ধর্ম, শিক্ষা ও সামাজিক সবরকম ভেদাভেদ ভুলে যেতে হবে এবং তা দূর করে দিতে হবে। এবং মনে রাখতে হবে যে, এই মানবজীবনে যা সবকিছুর মধ্যে এক একাত্মতা গড়ে তুলতে পারে তা হল আমাদের অন্তরস্থিত আত্মা যা শাশ্বতরূপে সকলের সঙ্গে

এক।

সংস্কারের দরুণ শরীর ভুল করে। পূর্বধারণা সঞ্জীবিত থাকার দরুণ মন ভুল করে। কিন্তু আত্মা কখনো ভুল করে না।

তাই আমি তোমাদেরকে এক সংকল্প নিতে বলি যে, হে প্রভু। নিজেকে ক্ষমা করতে আমায় সাহায্য করো এবং যারা আমার পক্ষে ও বিপক্ষে কাজ করছে তাদেরকেও আমার মধ্যে দিয়ে ক্ষমা করো। কারণ এ সবই দিব্যগুরুর ঐশী ক্রীড়ার অঙ্গ, যাকে আমরা মানব অস্তিত্ব বলে থাকি।

বাঙ্গালুরু

৩১ অক্টোবর। গুরুদেব দুবাই থেকে এখানে পৌঁছান। কিছু সংখ্যক অভ্যাসী তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং এরপর তিনি সোজা শুভ-এনক্লেভে নিজের বাড়িতে চলে যান।

২ নভেম্বর রবিবার। গুরুদেব বাঙ্গালুরুতে তৃতীয় আশ্রমের উদঘাটন করেন এবং তার নাম দেন— পরম ধাম।

লাল ইটের সুন্দর নক্শার গড়ে ওঠা এই ইমারতে ধ্যানকক্ষ, রান্নাঘর, গ্রন্থাগার, এবং একতলাতে অফিস রয়েছে। অপর দুটি তলাতে ৩২ টি আবাসিকদের ঘর, দুটি অতিথি গৃহ এবং দুটি বহুশয্যা বিশিষ্ট হলঘর বিদ্যমান।

সৎসঙ্গ-এর পর গুরুদেব পরম ধাম সম্পর্কে বলেন যে, এ হল সেই স্থান, যেখানে একবার কেউ পৌঁছে গেলে আর এই অস্তিত্বে ফিরে আসতে হয় না। ১২ তারিখ সকালে গুরুদেব চেন্নাই ফিরে যান এবং মাঝপথে নাত্রামপল্লি আশ্রমে কিছু সময় অতিবাহিত করেন।

তিরুপ্পুর

৩ ডিসেম্বর গুরুদেব তিরুপ্পুর পৌঁছান এবং সোজা ডায়ামন্ড জুবিলি পার্কে চলে যান। তাঁকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। সেখানে কিছু সময় তিনি বসে অভ্যাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তিরুপ্পুরে তাঁর থাকার দিনগুলিতে তিনি বেশ হাল্কা মেজাজে ছিলেন এবং তাঁকে দেখার জন্য নিরন্তর অভ্যাসী সমাগম হয়েছিল, কারণ এক সপ্তাহেরও বেশী তাঁর সেখানে থাকার পরিকল্পনা ছিল।

৫ ডিসেম্বর, সকাল ৬-৩০ মিনিটে গুরুদেব ২০০০ বর্গফুটের মানাপাক্কামের আদলে তৈরী নতুন রান্নাঘরের উদঘাটন করেন। গুরুদেব বলেন যারা অকস্মাৎ এসে পড়েন তাদের 'অতিথি' বলা হয়। তাদের শ্রদ্ধাভরে আপ্যায়ন করা উচিত। 'অন্নদান'ই একমাত্র সেবা, যা গ্রহীতা পূর্ণ তৃপ্তিতে গ্রহণ করে। যারা খাবার পরিবেশন করে তাদের উচিত যথার্থ সম্ভ্রম সহকারে গ্রহীতাকে পরিবেশন করা। তাদের যথাযথভাবে আমান্ত্রণ জানানো উচিত এবং টেবিলে খাবার সাজিয়ে সবাইকে খেতে ডেকে নেবার পরিবর্তে বরং আমন্ত্রিতদের আপ্যায়নের ব্যক্তিগত তদারকির জন্য একজনের দায়িত্ব থাকা প্রয়োজন।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া
জানুয়ারী ২০০৯ কেবল মাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত সংখ্যা ১

রবিবার সৎসঙ্গ এর পর গুরুদেব ধানের সময় মোবাইল বেজে ওঠার প্রসঙ্গে খুব কড়া মনোভাব প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আশ্রমে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অভ্যাসীদের যদি এতটুকু নিষ্ঠা না থাকে তা হলে যারা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত, তারা এখানে আসার পরিবর্তে নিজেদের ঘরে থেকে মোবাইলে কথা বলতে পারে।"

১০ ডিসেম্বর গুরুদেব উদুমালপেট গ্রামের কাছে অভ্যাসীরা ৫ একর জমি দান করে এবং তারা গুরুদেবকে অতি উৎসাহের সঙ্গে অভ্যর্থনা করে। গুরুদেব অনেকটা সময় সেখানে অভ্যাসীদের সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে অতিবাহিত করেন।

মালামপুঝা

১৭ থেকে ২০ ডিসেম্বর ২০০৮, গুরুদেব কেরলের মালামপুঝার SMSF কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ ছিল তাঁর চতুর্থতম সফর এবং এই প্রথম তিনি সেখানে থাকেন। ২০০৮ এর স্কলারশিপ প্রশিক্ষণ কার্যসূচী এখানে অনুষ্ঠিত হয় এবং বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে সহকারীরা গুরুদেবের অবস্থানকালীন সময়ে এখানে সমবেত হন।

গুরুদেব ধ্যান কক্ষ এবং তাঁর কুটিরের উদঘাটন করেন। তিনি খুব উৎফুল্ল ছিলেন এবং স্কলারদের সঙ্গে ও আগত অভ্যাসীদের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলেন।

নতুন গ্রন্থগারে স্কলারদের মধ্যে গুরুদেব বক্তব্য রাখেন, তিনি বলেন, "লোকে যদি বিশ্বে পরিবর্তন আনার জন্য আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করে তাহলে তারা কোনও সফলতাই পাবে না। এ বিষয়ে আমি তোমাকে সুনিশ্চিত করতে পারি। তুমি যদি নিজেকে পরিবর্তন করতে আসো তবে সফলতা সুনিশ্চিত, অবশ্য তুমি যদি নিজেকে পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকো।"

থ্রিসুর

কেরল ১৯ ডিসেম্বর ২০০৮।

থ্রিসুরের ফুজাক্কালে গুরুদেব ধ্যান কক্ষের উদঘাটন করেন এবং এর নাম রাখেন 'যোগাশ্রম'। থ্রিসুর শহর থেকে ৫ কিমি দূরে থ্রিসুর কুন্নানকুলাম' সড়কের কাছে এই আশ্রম অবস্থিত। গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং এরপর ভাষণ দেন। তিনি হৃদয়ের পরামর্শ শোনার কথা জোর দিয়ে বলেন যাতে শাশ্বত সত্তার উপস্থিতি হৃদয়ে সত্যিকারের শাশ্বত সত্তার রূপ পরিগ্রহ করে, যা কিনা আমাদের জীবনের একমাত্র নির্দেশক। প্রায় ১০০০ জন অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়; যার মধ্যে অন্ততঃ ৪০ জন বিদেশ থেকে আগত। সৎসঙ্গের পর গুরুদেব তাঁর জন্য বিশেষভাবে তৈরী বাসভবনে অভ্যাসীদের সঙ্গে কিছু সময় অতিবাহিত করেন। দুপুরের খাওয়া শেষ করে তিনি মালাপুঝার উদ্দেশ্য রওনা হন।

কোলকাতা

২৫ ডিসেম্বর ২০০৮। গুরুদেব চেন্নাই থেকে কলকাতা পৌঁছান। প্রায় ৩৫ জন অভ্যাসী বিমানে তাঁর সহযাত্রী ছিল। ২৬ ডিসেম্বর গুরুদেব তাঁর কুটিরের সংলগ্ন অঙ্গনে বসে কোলকাতা আশ্রমের অভূতপূর্ব বাতাবরণ উপভোগ করেন "আমাদের প্রতিটি আশ্রম এক একটি শান্তির মরুদ্যান।" এ হেন পরিবেশ আমরা বাইরে গড়ে তুলতে পারিনা কেন— এই প্রশ্নের উত্তরে গুরুদেব বলেন, "অর্থ লোলুপতা আমাদের সমস্ত সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি ছিনিয়ে নিয়েছে, যা একসময় আমরা উপভোগ করতাম।"

২৯ ডিসেম্বর গুরুদেব খড়গপুরে CREST এর ভারতের দ্বিতীয় শাখার ভিত্তিপ্রস্তর স্থান করেন। প্রথমটি বাঙ্গালুরুতে অবস্থিত। পাঁচ একর জমির উপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে গুরুদেব কতক কৌতুক রসে সিক্ত করে দেন এবং জনসমাগমকে দূরে সরে যাবার জন্য সরাসরি নির্দেশ দিয়ে বলেন, "আমাকে আধ্যাত্মিক ভাবে অনুসরণ করো, অন্য কোনভাবে নয়।"

সৎসঙ্গ এর পর গুরুদেব তাঁর ভাষণে দায়িত্ববোধের উপর আলোকপাত করে বলেন, "আমাদের দায়িত্ব আমাদের প্রকৃত 'স্ব'-র '(হৃদয়) উপর যা কিনা এই পৃথিবীতে অন্য যে কোনও দায়িত্ব থেকে অনেক বড়।" দুপুরে খাওয়ার পর তিনি কোলকাতায় ফিরে যান এবং পরদিন বিকেলে ৪০ জন অভ্যাসী সহ চেন্নাই রওনা হন।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া

অঞ্চল পরিক্রমা

জানুয়ারী ২০০৯ | কেবল মাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত | সংখ্যা ১

২০০৯ এ সৎকোলের জন্য আবেদন পত্র

এ বিষয়ে আবেদন পত্রের ফর্ম ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবেঃ
http://www.srcm.info/satkhol/sathhol_home.htm

বসন্তকালীন দল— জানুয়ারী থেকে মার্চ (দল ২৪৯ থেকে ২৫৯) অন-লাইন আবেদন পত্র নেওয়া হচ্ছে।

গ্রীষ্মকালীন দল ঃ এপ্রিল থেকে জুন (দল ২৬০ থেকে ২৭১) অনলাইনে আবেদন পত্র ১০ জানুয়ারী থেকে চালু হবে।

শীতকালীন দল ঃ সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর (দল ২৭২ থেকে ২৮১)। অন লাইন পরিসেবা ১০ জুন ২০০৯ থেকে চালু হবে। ফর্ম পূরণের আগে নির্দেশাবলী ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে। যাদের ইন্টারনেট পরিসেবার সুযোগ নেই তাঁরা নিজের কেন্দ্রের ZIC/CIC-র সহায়তা নিতে পারে। বিশদ জানতে হলে সৎকোল আশ্রমে যোগাযোগ করা যেতে পারে। ফোন ০৪৪-২২৫২১০৯৯ অথবা ০৪৪-৪২১৭১১১১. extn ২১৮ যোযোগের সময় সকাল ১০টা থেকে ১২টা ও বিকেল ৩টা থেকে ৪.৩০টা।

নতুন প্রকাশনা

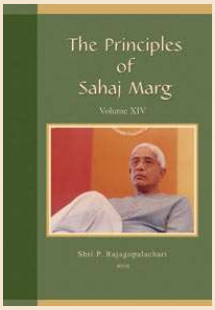

The principle of Sahaj Marg এর ১৪তম সংখ্যা গুরুদেব ১ জানুয়ারী ২০০৯ এ প্রকাশ করেন। ১৯৯১ এর প্রথমার্ধে প্রদত্ত গুরুদেবের ২৫ টি ভাষণ এতে সম্বলিত আছে।

৩২০ পাতার বইটিতে বিভিন্ন বিষয়ের বক্তৃতা স্থান পেয়েছে, যেমন স্বেচ্ছাসেবী কাজ, বেদনার উর্দ্ধে, লক্ষ্য, নেতৃত্ব এবং গুরু।

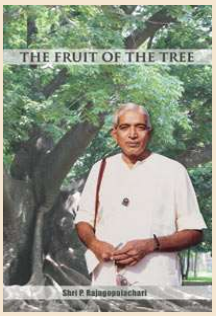

এছাড়া **The fruit of the tree**-র দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হয়, যা ১৯৪৭ সালে প্রথম প্রকাশ হয়। এই বইতে বক্তৃতা ও গুরুদেবের প্রশ্নোত্তর সংকলিত আছে। ১৯৮৬-র সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর পর্যন্ত U.S.A. ইতালি ও জার্মানীতে প্রদত্ত গুরুদেবের ভাষণ এতে নথীবদ্ধ করা হয়েছে।

Heart speak ২০০৬-এর মারাঠি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এতে ২০০৬ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর ব্যাপক সফরের সময় প্রদত্ত ভাষণগুলি স্থান পেয়েছে। তিরুপ্পুর, বাঙ্গালুরু, চেন্নাই, আমেদাবাদ, কানপুর, হায়েদ্রাবাদ, পুনে, রায়পুর, রোম, ডেনমার্ক, জার্মানী, প্রাগ, দুবাই, সিঙ্গাপুর ও মালেশিয়াতে প্রদত্ত বার্তাসকল এতে সম্বলিত আছে।

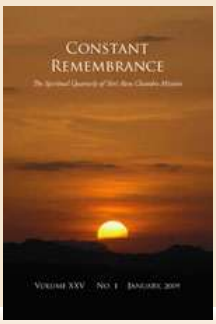

Constant Remembrance এর জানুয়ারী ২০০৯ সংখ্যা সত্বর বিতরণ করা হবে। এপ্রিল ২০০৯ সংখ্যার বিষয় হল— কৃতজ্ঞতা। আপনার লেখা বা সহজমার্গ সাধনার পরিপ্রেক্ষিত অন্তর্দৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতা লিখে পাঠাতে পারেনঃ cr@srcm.org. লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১ ফেব্রুয়ারী ২০০৯।

মানাপাক্কাম আশ্রমে বন্যার প্রকোপ

বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের সূত্রধরে গত ২৬ নভেম্বর চেন্নাইতে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আশ্রমের আবাসিকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলা হয় এবং অনেক জিনিষ উঁচু জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়।

২৭ নভেম্বর আবাসিকদের পুরোপুরি গার্ডেন অব হার্টস এ স্থানান্তরিত করা হয়। মধ্যরাতে সহজ নদীর সেতুর উপর দিয়ে জল ভিতরের কটেজ অঞ্চলে আছড়ে পড়ে এবং জলের উচ্চতা বিপজ্জনকভাবে বাড়তে থাকে। রাত ১-৩০ মিনিট নাগাদ 'সিংহ দুয়ার'-এর দেয়ালে ধস্ নামে এবং কিছু সময়ের মধ্যে কটেজের ১½ ফুট উচ্চতা জলমগ্ন হয়ে যায়। আশ্রমের পুরানো চিকিৎসা কেন্দ্রের অঞ্চলে জল ১২ ফুট উঁচুতে উঠে যায়।

২৪ নভেম্বর পর্যন্ত জল নামার কোনও লক্ষণ ছিলনা বরং আদিয়ার নদী ও নিকটবর্তী জলাশয় থেকে জল এসে সমস্যা আরও বাড়িয়ে তোলে। দুপুর নাগাদ কাঠের ভেলা ও রবারের ডিঙি আশ্রমে পৌঁছে যায়। জেলে ও কোষ্টগার্ডরা এসে ৫০ জন জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে।

২৯ নভেম্বর জল নামতে শুরু করলে গুরুদেব এসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। গায়েত্রী ফিরে যাবার আগে তিনি সব স্থান খুঁটিয়ে দেখেন। ৩ ডিসেম্বর গুরুদেব আশ্রম থেকে তিরুপ্পুর রওনা হন।

তখন থেকে, ভারতের সব কেন্দ্র থেকে আসা স্বেচ্ছাসেবীরা বন্যাপীড়িত এলাকাগুলি পরিষ্কারের কাজ শুরু করে। বহুশয্যাবিশিষ্ট কক্ষ, রান্নাঘর, শৌচাগার সহ অন্যান্য সব অঞ্চল স্বেচ্ছাসেবীরা পরিষ্কার করেন। এই সময় আশ্রমে থাকার সব ব্যবস্থা বন্ধ রাখা হয়।

৩১ ডিসেম্বর গুরুদেব আশ্রমের রান্নাঘর অভ্যাসীদের উপস্থিতিতে আবার চালু করেন। সন্ধ্যায় ধ্যানকক্ষে এক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মধ্যরাতে গুরুদেব হঠাৎ সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। আবার পরদিন ১ জানুয়ারী সকাল ৯.০০ টায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন ও ভাষণ দেন। স্বেচ্ছাসেবীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আশ্রমের স্বাভাবিক কাজকর্ম পুনরায় চালু হয়। তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ।

গুরুদেবের কটেজ

খাবার জায়গা

শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া
অঞ্চল পরিক্রমা
জানুয়ারী ২০০৯ কেবল মাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত সংখ্যা ১

জয়পুরে উন্নত মানের প্রশিক্ষণ শিবির

৩০ নভেম্বর ২০০৮। এখানকার আঞ্চলিক আশ্রমে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। দশটি বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এক বছরের অধিক অভ্যাসরত ৮৫ জন অভ্যাসী এতে অংশ নেন। আলোচনার বিষয় ছিল— সতত স্মরণ, মিশনের সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা। আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য সঠিক আচরণ ও ব্যবহার, পরিবর্তন, স্বেচ্ছাসেবীদের ভূমিকা এবং দৈনন্দিন সাধনার কিছু নিয়মিত ত্রুটি এড়িয়ে যাওয়া। নতুন জিজ্ঞাসুদের মধ্যে কি করে সহজ মার্গ সাধনার পরিচিতি করানো যায় সে বিষয়ে আজমীর কেন্দ্র থেকে একটা ছোট নাটিকা মঞ্চস্থ করে।

বরোদাতে নবাগতদের জন্য কার্যক্রম

১৯ অক্টোবর ২০০৮। নবাগতদের জন্য এক প্রশিক্ষণ কার্যসূচী ভাদোদ্রা আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। অর্ধদিবসের এই কার্যসূচীতে মূলতঃ সহজ মার্গ সাধনার মূল বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। 'আইস-ব্রেকার সেসন' এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, এবং তা দীর্ঘসময় ধরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলার জন্য চলতে থাকে। নানারকমের চর্চা, ব্যবহারিক উপস্থাপনা এমনভাবে রাখা ছিল যাতে অঞ্চলের সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে।

সাহজাহানপুরে সাধনা কার্যক্রম

১২-১৬ নভেম্বর, এই প্রথম সাহজাহানপুরে সাধনা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হিন্দিতে অনুষ্ঠিত হল। CIC ভ্রাঃ সরবেশ চন্দ্র এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তাঁর ভাষণে তিনি সাহজাহানপুরে গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, প্রত্যেকের উচিত বাবুজী ও গুরুদেব আমাদের যেমনটি গড়ে তুলতে চাইছেন, ঠিক তেমনভাবে গড়ে ওঠা। অভ্যাসীরা নিজেদের জীবনের পাঁচটি ইতিবাচক ও পাঁচটি নেতিবাচক দিক আত্ম-মূল্যায়নের জন্য লিপিবদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ হয় যাতে পরিবর্তন সূচিত হয়।

ছ'টি দলের প্রত্যেকে আলোচ্য বিষয় তৈরী করে এবং প্রত্যেক দলের সদস্যরা তাদের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করে। প্রশিক্ষকরা তা একত্রিত করে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

পৈথানে অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৯ নভেম্বর ২০০৮। পৈথানে এক অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। এ হেন কার্যক্রম এই প্রথম এখানে নেওয়া হয়। পৈথান, আহমেদনগর ও নিকটবর্তী কেন্দ্র থেকে ১৪৩ জন অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আলোচনার বিষয় ছিল সহজ মার্গের পরিচিতি করানো। ধ্যান, সহজমার্গের গুরুকুল এবং সাফাইয়ের গুরুত্ব। বক্তাদের প্রাঞ্জল পরিবেশনা উপস্থিত অভ্যাসীদের কাছে বিষয়সূচীকে মনোগ্রাহী করে তোলে। মুম্বাই কেন্দ্রের ভ্রাঃ তুষার প্রধান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অংশগ্রহণকারীরা অনুষ্ঠানে যারপরনাই অনুপ্রাণিত হন।

আমেদাবাদে 'যুব আলোচনা চক্র'

সম্প্রতি গুরুদেবের চেন্নাইতে প্রদত্ত ভাষণে চরিত্র গঠনের গুরুত্বকে সামনে রেখে গত ১৪ ডিসেম্বর আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত এক 'যুব আলোচনা চক্রে' 'ব্যক্তিগত চরিত্র আধ্যাত্মিক জীবনের সোপান'—এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়।

এই ধরণের অনুষ্ঠানে নিজেকে মূল্যায়ণ করে, জটিলভাবে গড়ে তোলা জীবনের সুস্থ সমাধানের এক দিশা খুঁজে পাওয়া যায়।

মিশনের কাজে যোগ দেবার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করলে প্রায় কয়েক ডজন যুবক নিয়মিতভাবে স্বেচ্ছাসেবীর কাজে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত হয়। ২০০৯ সালে যুবকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে সঞ্জীবিত রাখাই ছিল আলোচনা চক্রের মুখ্য বিষয়।

বেলগাম জেলার খানপুরে অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যসূচী

বেলগম থেকে ১৫ জন অভ্যাসী খানপুরে নতুন অভ্যাসীদের সঙ্গে যোগ দেন। বিকারের ভ্রাঃ রাজু কাশামপুরকর নতুন অভ্যাসীদের সঙ্গ দেন। একটি স্কুলের অধ্যক্ষ মহোদয় অভ্যাসী হওয়ার সুবাদে তিনি এই অনুষ্ঠানের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দেন।

অনুষ্ঠান খুবই মনোগ্রাহী ছিল। সহজ মার্গ সাধনার বোধগম্যতাও মিশনের মূল্যায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যাসীরা সুচারু দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। সৎসঙ্গের পর 'মাষ্টারস চয়েস' এর গান ভ্রাঃ ভাসট্রাডের সুরেলা কণ্ঠে পরিবেশিত হয়। এরপর চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যসূচী শুরু হয়। সহজ মার্গ সাধনার উপর বিভিন্ন বক্তা তাঁদের বক্তব্য রাখেন। সন্ধ্যায় সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে অভ্যাসীরা খুবই প্রীত এবং কেউ কেউ সত্বর গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া
জানুয়ারী ২০০৯ কেবল মাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত সংখ্যা ১

আহমেদনগরে শিক্ষকদের জন্য VBSE কার্যক্রম

আহমেদনগরের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ৭ নভেম্বর ২০০৮ এ মরাঠি ভাষায় এক VBSE কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়েই নিয়মিতভাবে রবিবারের সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রাঃ বিশ্বাস টিলু আজকের সমাজের মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং ভ্রাঃ তুষার প্রধান SMRTI র মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির দৃষ্টিভঙ্গী সব স্কুলের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন।

দেখা গিয়েছে, বড় শহরের তুলনায় ছোট শহরে মানসিক মূল্যবোধ ধরে রাখা অনেক সহজ কিন্তু ভ্রাম্যমান পর্যালোচকদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী TV এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের প্রকোপে মানুষের মূল্যবোধ ধরে রাখার প্রয়োজন অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আজকের সমাজের শিশুদের যেভাবে গলাকাটা প্রতিযোগিতার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এবং অভিভাবক, শিক্ষকদের মধ্যে যে ধরণের রুগ্ন মানসিকতা গড়ে উঠছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এ হেন অবস্থায় মানুষের মূল্যবোধ ধরে রাখা ও বিশ্বের নিত্য নৈমিত্তিক পারিপার্শ্বিক চাপের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কথায় বলে মূলবোধ 'শেখানো' হলে তা খুব কমই গ্রহণযোগ্য হয়। শিশুমনের ব্যক্তিত্ব নির্মানে শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং ছাত্রদের মধ্যে বিশ্বাসবোধ গড়ে তোলা এক মহান দায়িত্বের অঙ্গ।

কিছু নিরীক্ষামূলক উদাহরণ ও গল্প কথার মাধ্যমে মূল্যবোধের উপমা তুলে ধরার প্রচেষ্টা খুবই আকর্ষণীয়। সিলেবাসের সময়ানুগ উপযোগিতার উপর জোর দেওয়া হয়। বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তরপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাষ্টের সদস্য ও অধ্যক্ষ SMRTI-র এ হেন অভূতপূর্ব উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। জনৈক শিক্ষক তাঁর অপূর্ব ভাষণের মাধ্যমে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

জরুরী বার্তা

বিনা অনুমতিতে গুরুদেবের ব্যক্তিগত কথোপথন, বক্তৃতা ভিডিও বা টেপ করা থেকে অভ্যাসীদের বিরত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়া অভ্যাসীরা গুরুদেবের কোনরকম কথপোকথন, অনুমতি ব্যতীত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে পারবে না।

রানীগঞ্জে শিক্ষকদের জন্য VBSE কার্যক্রম

জ্ঞানভারতী বিদ্যালয়ের অনুরোধে গত ১৪, ১৫ নভেম্বর রানীগঞ্জে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে এক VBSE কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রা. অনিল, ভ্রাঃ পঙ্কজ রজক, ভ্রাঃ বিজয় চৌধুরী, ভ্রাঃ সুশান্ত এবং ভ্রাঃ শেখল অণ্ডাল কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠানের সহযোগিতা করে।

নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ৪০০ ছাত্র এই ভাববিনিময়ের অনুষ্ঠান উপভোগ করে। অধ্যক্ষ এবং সহকারীরা অনুষ্ঠান চলাকালীন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ৩০০ জন ছাত্রের মতামত অধ্যক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়, যাতে স্কুলের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এহেন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করা আছে। মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা প্রসঙ্গে র দৃষ্টিভঙ্গী স্লাইড ও পরীক্ষামূলক উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়।

পর দিনের কার্যক্রম শিক্ষকদের জন্য আয়োজন করা হয়, সেখানে SMRTI-র দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড ও পরীক্ষামূলক উদাহরণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। প্রত্যেকেই অনুষ্ঠানের উপযোগিতা উপলব্ধি করেন, এবং অনেকে এও বলেন যে, তাঁরা এক একজন উন্নত মানব ও উন্নত মানের শিক্ষক হয়ে গড়ে ওঠার চেষ্টা করবে।

রাঁচিতে অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে VBSE কার্যক্রম

রাঁচির লালপুরে এক হাউসিং কমপ্লেক্সে ৩০ জন অভিভাবকদের মধ্যে VBSE-কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল VBSE-র বৈশিষ্ট্য সকল সর্বসমক্ষে তুলে ধরা এবং শিশুদের অন্তরস্থিত সঠিক মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলার জন্য অংশ গ্রহণকারীদের সংবেদনশীল করে তোলা।

ভঃ সুনন্দা চৌহান, ভঃ অনিতা তিওয়ারী, ভঃ অনুরাধা চৌহান, ভ্রাঃ অরুণ কুমার লাল, ভ্রাঃ পবন সহায় এবং ভ্রাঃ মনোজ তিওয়ারী, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করে আলোচ্য বিষয়কে শ্রোতাদের মধ্যে পরিচিত করিয়ে দেন। পরীক্ষামূলক কিছু উদাহরণের মধ্য দিয়ে মূল্যবোধের ধারণার উপর আলোকপাত করা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে তিনজন শিক্ষক এহেন কর্মশালার কথা তাঁদের স্কুলে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

রাঁচি কেন্দ্র আরও কিছু স্কুলের উপস্থিতি এহেন অনুষ্ঠানে আশা করছে।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া

জানুয়ারী ২০০৯ | কেবল মাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত | সংখ্যা ১

দেওরিয়া আশ্রমের উদ্বোধন

ভাই-বোনেদের আর্থিক ও সার্বিক অনুদানে ইউ. পি.-র দেওরিয়া আশ্রম গড়ে উঠেছে।

ভ্রাঃ নরসিংহ ভার্মা, ভ্রাঃ এ. কে. সিং প্রশিক্ষক, ভ্রা. ডি. ডি. পাণ্ডে, ভ্রা. রামাশঙ্কর দীক্ষিত এবং ভ্রা. বিনোদ মোহন পাণ্ডে ইউ. এস. বাজপেয়ীর সঙ্গে দেওরিয়া পৌঁছান। ১৬ নভেম্বর তিনি ধ্যন কক্ষের উদ্‌ঘাটন করেন।

দেওরিয়ার নিকটবর্তী শাহোদর পাট্টি, লক্ষ্মীগঞ্জ, কাপতানগঞ্জ, পাদ্রৌনা, কুশীনগর, নাদাওয়ায় ঘাট, খুখুদ, জামিয়া, শিশোয়া, এবং গোরক্ষপুর থেকে প্রায় ২০০ অভ্যাসী সেখানে সমবেত হন এবং সৎসঙ্গএ যোগ দেন।

এক আধ্যাত্মিক সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে শহরের সম্ভ্রান্ত চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। ভ্রাঃ রামাশঙ্কর দীক্ষিত প্রথমে মিশনের পরিকাঠামো ব্যক্ত করেন। ভ্রাঃ ভার্মা শ্রীরামচন্দ্র মিশনের বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং মিশনের গুরুকুলের পরিচিতি দেন, ও মিশনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। 'আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন কেন' ও 'মনের নিয়ন্ত্রন' বিষয়ে সরল সুন্দরভাবে ভ্রা. বাজপেয়ী ব্যাখ্যা করেন।

মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর কেন্দ্রে জমি নিবন্ধিকরণ

চন্দ্রপুর কেন্দ্রের অভ্যাসী ভ্রা. অমরসিং রাথোড় ও ভ. সুস্মিতা রাথোড় চার একর জমি আশ্রমের জন্য দেন। ২৬ নভেম্বর ঐ জমি মিশনের যুগ্ম-সম্পাদক ভ্রা. এ. পি. দুরাই, ড. সুভাষ বৈদ্য ও ভ্রা এল. কে. গোয়েলের উপস্থিতিতে নিবন্ধিকৃত করেন।

নতুন ভূমির উপর সৎসঙ্গ পরিচালনা করা হয়। ভ্রা. এ. পি. দুরাই অভ্যাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন ও উপহার প্রদানের প্রশংসা করেন। তাঁর ভাষণে গুরুদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে এবং তিনি দাতাদের প্রেম ও উদারতাকে স্বাগত জানান।

তিনি ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে আবেদন জানান এবং স্বেচ্ছাসেবী কাজে আরও নিবেদিত প্রাণ হতে অনুপ্রাণিত করেন।

এর আগের দিন কলেজে ছাত্র ও জনসাধারণের জন্য এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। প্রায় ১৫০ জন ব্যক্তি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ভ্রা. এ. পি. দুরাই আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সশরিরে যোগ্য গুরুর গুরুত্ব ব্যক্ত করেন। ভ্রা. বৈদ্য সহজমার্গ পদ্ধতি হিন্দিতে ব্যক্ত করেন।

উত্তরখণ্ডে এক অভূতপূর্ব পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা

আলমোড়া, রানীক্ষেত ও গাঙ্গোলিহাটের তিনজন অভ্যাসী ও একজন প্রশিক্ষক কিছু অঞ্চলে মুক্ত আলোচনা চক্র আয়োজনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন এবং যেসব স্থানের অভ্যাসীরা প্রশিক্ষকের কাছে যেতে পারেনা তাদের জন্য সিটিং এর ব্যবস্থা করেন। এইভাবে যদি একটা নতুন কেন্দ্র খোলা যায় সে আশাও তাদের ছিল।

"আমরা আলমোড়া থেকে ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করে গাঙ্গোলিহাটে প্রথম আসি। এখানে ১৫ জন অভ্যাসীকে নিয়ে নতুন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। স্বজন-পরিজন ও বন্ধু মহল থেকে প্রায় ৪০ জনকে নিয়ে ১৪ ডিসেম্বর এক মুক্ত আলোচনা চক্র পরিচালনা করা হয়। পরদিন এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ NGO 'জাগ রে পাহাড়' এর কর্মীদের মধ্যে ভাষণ দানের জন্য আমাদের আমন্ত্রণ আসে। তাঁদের কর্মী পরিদর্শক ও গ্রামবাসীদের মধ্যে মাসে একবার আধ্যাত্মিকতার উপর আলোচনার জন্য আমরা অনুরোধ করি।

১৫ তারিখে পিথোরগড়ের আশেপাশের অভ্যাসীদের সঙ্গে আমরা দেখা করি। চণ্ডকের কাছে একজন অভ্যাসীর সঙ্গে দেখা করি যিনি সম্প্রতি মস্তিষ্কে টিউমার অপারেশন করিয়ে এসেছেন। ঘরে বসে সিটিং নিতে পারায় তিনি খুব খুশী। এরপর থালের কাছে এক অভ্যাসী ভাগিনীর বাড়িতে যাই যিনি গত দু-বছর যাবৎ সাধনা বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁকে সিটিং দেবার পর তিনি পুনরায় ধ্যান অভ্যাস করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

চৌকরিতে রাত কাটিয়ে পরদিন বিজয়পুর ইন্টারমিডিয়েট কলেজে কর্মীদের সঙ্গে দেখা করি। তাঁদের মধ্যে সহজমার্গ পদ্ধতি ও মূল্যভিত্তিক আধ্যাত্মিক শিক্ষার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

যখন গড়ুরাতে পৌঁছালাম তখন আমাদের কিছু পরিচিত জনের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁদের মধ্যে তিনজন সেই রাতেই প্রথম সিটিং নিতে রাজী হয়ে যান। পরদিন আমরা বেশ কিছু পুরানো অভ্যাসীকে যোগাযোগ করি এবং অনেক নতুন অভ্যাসী তৈরী করি। ভ্রাম্যমান দলের কাছে মিশনের ক্যাসেট, ভিডিও, ফটো, বই মজুদ ছিল, যা নতুন অভ্যাসীরা উৎসাহভরে সংগ্রহ করে।

গুরুদেবের আশীর্বাদে ২১ ডিসেম্বর রবিবার, নতুন কেন্দ্র গড়ুরাতে সাতজন স্থানীয় অভ্যাসী সৎসঙ্গে যোগ দেন। আলমোড়া ও রানীক্ষেতের প্রশিক্ষকরা এই কেন্দ্রের কাজ পরিচালনা করবেন।"

শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া

জানুয়ারী ২০০৯ | কেবল মাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত | সংখ্যা ১

সিকিমে নতুন পদক্ষেপ

SMRTI-র পরিচালনায় ও সিকিম সরকারের প্রযোজনায় গত ৬ থেকে ৮ নভেম্বর ২০০৮ এ গ্যাংটকে সিকিমের সরকারী কর্মীদের মধ্যে ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক চাপ লাঘবের উপর এক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রা. রবীন্দ্র তেলাঙ কৃষিবিভাগের সচিব এবং মিশনের প্রশিক্ষক এই অনুদানে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেন।

কৃষি ও উদ্যান পালন মন্ত্রী শ্রী সোমনাথ পৌদাল মুখ্য অতিথি এবং শ্রী ভীম দুংগাল সম্মানীয় অতিথির আসন অলংকৃত করেন। শ্রী দুংগাল সিকিম সমাজের বর্তমান অবস্থার উপর গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাজ্যে ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যার ঘটনায় তিনি ব্যথিত। এ হেন অনুষ্ঠানের সময়ানুগ আয়োজনের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ড. পরিপ্রাভি চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে মানসিক চাপ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এই চাপ শিথিলের কিছু প্রক্রিয়া ভ্রা. অরুণ দাভে পরিবেশন করে দেখান। এর পর ভ্রা. জ্ঞান সারিন 'অস্তিত্বের ভারসাম্যতা'র উপর আলোকপাত করেন। ভ্রা. তেলাঙ সহজমার্গ ধ্যানের উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৩৪ জন অভ্যাস শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় দিন 'বিশ্বজনীন মূল্যবোধ' এর উপর ভ. সীতা এক মত বিনিময় আলোচনা সভা পরিচালনা করেন। 'মন নিয়ন্ত্রনের' উপর বক্তব্য রাখেন ভ্রাঃ সারিন এবং 'মানবিক পরিবর্তনের' উপর ভাষণ দেন ভ্রাঃ দাভে। অনুষ্ঠান শেষে 'গুরুদেবের হাতের ছোঁয়া। ভিডিও পরিবেশনা সকলকে অভিভূত করে।

শেষের দিন ভ্রাঃ দাভের 'টাইম ম্যানেজমেন্ট' এর উপর উপস্থাপনা ও ভঃ সীতার 'ইতিবাচক চিন্তা'-র উপর বক্তৃতা দিয়ে শুরু হয়। অংশগ্রহণকারীদের কাছে এই উপস্থাপনা খুব প্রাঞ্জল ও মনোগ্রাহী ছিল। তাঁরা এই বিষয়ের মাধ্যমে যারপরনাই প্রভাবিত হন ও অনেক পরিবর্তনের সম্ভাবনা উপলব্ধি করেন। অনেকে খুব হাল্কা অনুভব করেন।

আত্মিক রূপান্তর – 'আমা হতে তোমাতে'

তিপতুর, ১৩ ও ১৪ ¿ডিসেম্বর ২০০৮¼ গুরুদেব জোর দিয়ে বলেছেন, সহজমার্গই আত্মপরিবর্তনের মাধ্যমে মানবজীবনের লক্ষ্য পূরণ তথা পূর্ণতা প্রাপ্তি বা দিব্যতা প্রাপ্তির একমাত্র পথ। এজন্য যা দরকার তা হল আমাদের সাধনার বিভিন্ন পদ্ধতি, ধ্যান, সাফাই ইত্যাদি। এখানে দুদিনের এক প্রশিক্ষণ শিবির তিপতুরের নতুন আশ্রমে পরিচালনা করা হয়।

তিপতুর, হাসান, তুমকুর, শিমোগা এবং ভদ্রাবতী থেকে ১৩০ জন অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রথম দিন সৎসঙ্গ দিয়ে শুরু হয় এবং এরপর 'ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা' এবং 'গুরুর ভূমিকার গুরুত্ব' ---- এর উপর ভ্রা. বি. জি. সুব্রহ্মনীয়াম ও ভ্রাঃ শ্রীনিবাস ভাষণ দেন। তাঁদের ভাষণে আমাদের নিজেকে প্রশ্ন করতে উদ্দীপিত করে যে ঃ আমরা কি উদ্দেশ্যে এখানে জীবনধারন করছি? গুরুর ভূমিকা কি? এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এসবের ক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত? অনুশীলনের ইচ্ছা থাকাই কি এথেষ্ট?

ভগিনি মঞ্জুলার 'চরিত্র গঠন' এর উপর ভাষণ আমাদের প্রকৃত প্রয়োজনকে ভাস্বর করে তোলে। আমাদের কি করা উচিত সে বিষয়ে মনন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল সহজ মার্গ সাধনা। ধ্যান, সাফাই এবং প্রার্থনার উপর বিশদ ব্যাখ্যা করা হয় এবং নানান প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। শেষের দিকে মত বিনিময় কার্যক্রমের বিষয় ছিল ---- 'আমি এবং আমার গুরুদেব' যেখানে অনেক অভ্যাসী গুরুদেবের সঙ্গে তাঁদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

অনেক অভিজ্ঞতা খুব স্পর্শকাতর ছিল যা বহু নতুন অভ্যাসীদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়, বিশেষ করে যারা এখনো গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে পারে নি। সন্ধ্যায় সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়। আমরা নিজ নিজ শহরে ফিরে যাই বুক ভরা প্রতিশ্রুতি নিয়ে অর্থাৎ গত দুদিন যা শিখেছি তার উপর দৃঢ়ভাবে মনন করতে পারি ও নিজেদের জীবনে আরোপ করতে পারি।

মহারাষ্ট্র গোয়া প্রশিক্ষক আলোচনাচক্র

১৪ থেকে ১৬ নভেম্বর ২০০৮ এ পানশেটের পুনে রিট্রিট কেন্দ্রে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের প্রশিক্ষকদের এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

৪০ জন প্রশিক্ষক এতে অংশ নেন। ১৫ নভেম্বর ডঃ সুভাষ বৈদ্য অনুষ্ঠান শুরু করেন। সকালের দিকে দুটি বিষয় আলোচনার জন্য নির্ধারিত হয় (১) তিনজন গুরুর কাজ (২) সহজমার্গ পদ্ধতির উপর উপস্থাপনা। বিকেলের অনুষ্ঠান তিনভাগে ভাগ করা হয় ---- জিজ্ঞাসুদের মধ্যে সহজমার্গের পরিচিতি, মিশনের কাজে প্রশিক্ষকের ভূমিকা এবং প্রশিক্ষকের কাজ ---- অভ্যাসীদের সিটিং।

১৬ নভেম্বর কার্যসূচীর বিষয় ছিল, প্রশিক্ষক অভ্যাসী মত বিনিময়, ব্যবহারিক নির্দেশাবলী, প্রশাসনিক কাজ এবং মিশনের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ।

অনেক প্রশিক্ষক বলেন যে, এই আলোচনা চক্রের মাধ্যমে তারা খুবই উপকৃত হয়েছেন, বিশেষ করে আধ্যাত্মিকতায় প্রশিক্ষকের ভূমিকা ও মিশনের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কি সে বিষয়ে অবগত হন। সাধারণ পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে যে, নতুন প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে যেসব সন্দেহ, দ্বন্দ সৃষ্টি হয়, সে সবই এখানে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এর মাধ্যমে কর্মীদের প্রতি গুরুদেবের প্রেমসিক্ত প্রযত্ন পূর্ণরূপে ফুটে ওঠে। এবার আমাদের কাজের মাধ্যমে তাঁকে প্রীত করার প্রচেষ্টাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া
জানুয়ারী ২০০৯ কেবল মাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত সংখ্যা ১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঝাঁপিয়ে পড়া — যোধপুর, রাজস্থান

৬ থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত যোধপুরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহজমার্গের উপর লাগাতার ভাষণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়। লালবাহাদুর শাস্ত্রী ইঞ্জিনিয়ারিং ও গবেষণা কেন্দ্র, মারওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্র ('বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার উপর ১৫০ জন ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে), টাউন হল (বিষয়, 'আধ্যাত্মিকতা ঃ এক অর্থবহ জীবন নির্বাহের পথ', উপস্থিত ৬০০ জন), জয় নারায়ণ ব্যাস বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ বক্তৃতা মঞ্চ (বিষয়ঃ যোগ এবং সহজ মার্গ, ১৫০ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন), জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় (বিষয় ঃ 'আইন এবং অধ্যাত্মিকতা' ১৫০ জন ছাত্র ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন)।

চেন্নাইস্থিত সহজমার্গ গবেষণা কেন্দ্রের নির্দেশক ডঃ কে. এস. মলাসুব্রহ্মনীয়ম তাঁর ভাষণে বলেন, আধ্যাত্মিকতায় কোনও নাম নেই, আকার নেই, মানব মনের সৃষ্ট কৃত্রিম ঈশ্বরের স্থান নেই, বরং মানুষের দৃষ্টিকে অনন্ত ঈশ্বরের প্রতি নিবদ্ধ করা হয়, যিনি নামহীন এক নিরাকার সত্তা। এহেন অনন্তের ধারণাই একমাত্র, সত্যিকারের শক্তি যা জাতি, ধর্ম ও ভৌগলিক সীমারেখা অতিক্রম করে সমগ্র মানবজাতিকে একসূত্রে বেঁধে ফেলতে পারে, আর এই মূল বিষয়টিই আজ এখানে অবর্তমান। বিনম্রতার সঙ্গে যদি আধ্যাত্মিকতা অনুশীলন করা যায় তাহলে এই অনন্ত শক্তি প্রকৃতি সাম্যতা স্থাপন করতে সক্ষম। ১০-১২ জন ভাইবোন ইতিমধ্যে সহজমার্গে যোগ দিয়েছেন এবং এই প্রক্রিয়া আরও জারি রয়েছে।

গুজরাটে দৃষ্টিভঙ্গী বিনিময় কার্যক্রম

অনেক ছোট ছোট কেন্দ্রে দেখা যাচ্ছে কিছু নতুন লোকের প্রয়োজন হয়েছে যারা অভ্যাসীদের সঙ্গে মত বিনিময় করতে পারে। আলোচনার পর উপলব্ধি করা গিয়েছে আমাদের উচিত এই ধরণের অনুষ্ঠানে মদত দেওয়া, অর্থাৎ A কেন্দ্রের অভ্যাসী B কেন্দ্রে গিয়ে অন্ততঃ আধাবেলা একসঙ্গে কাটাবে, এবং আলোচনা করবে। লক্ষ্য করা গিয়েছে এই প্রয়াস যথেষ্ট ফলপ্রসূ। ঠিক তেমনই, কয়েকমাস পর B কেন্দ্রের অভ্যাসীরা A কেন্দ্র পরিদর্শনে যাবে এবং একই ধরণের অনুশীলন করবে।

অভ্যাসীদের মধ্যে এ হেন ভাবের আদান প্রদান ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করবে।

এমনই এক সমাবেশ সম্প্রতি ঘটে গেল। ভাপি শহর থেকে 25 কি. মি. দূরে দামান কেন্দ্রে, সিলভাসা ও ভাপি কেন্দ্রের অভ্যাসীরা সারাদিন ব্যাপী কার্যসূচীতে যোগ দেন। এই কেন্দ্রগুলি দক্ষিণ গুজরাটের সুরাট ও মুম্বাইয়ের কাছে অবস্থিত। যেসব কেন্দ্রে এই ধরণের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে এমন পরিবেশ রচনা হয়েছে যা কেন্দ্রের প্রগতির অনুকুল।

পাঠ্য গোষ্ঠি – বালিয়া কেন্দ্র

পাঠ্য গোষ্ঠির জন্য SMRTI-র বিষয় সমূহ আমাদের কেন্দ্রে প্রত্যেক রবিবার সৎসঙ্গের পর এক ঘন্টা চর্চার জন্য মজুদ রাখা আছে। চার থেকে পাঁচ জনের একটা করে দল, তাতে একজন করে বক্তা, এক সপ্তাহ আগে থেকে বিষয়ের উপর পড়াশোনা করেন তারপর উপস্থাপন করতে হয়। আলোচনার বিষয় এত সুচারু রূপে নির্ণয় করা হয় যাতে গুরুদেবের শিক্ষা অনুযায়ী আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক উভয় দিকই তাতে সম্পৃক্ত থাকে। নভেম্বর ২০০৮ থেকে এই ক্লাস শুরু হয় এবং যুবকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। সারা সপ্তাহ তারা সন্ধ্যাবেলা নানা বই থেকে প্রস্তুতিপর্ব চালিয়ে রবিবারের জন্য তৈরী হয়।

প্রথমে তারা কতক ইতঃস্তত করতো কিন্তু দু-সপ্তাহ পরে তারা উপলব্ধি করতে পারলো যে, গুরুদেব স্বয়ং তাদের মধ্যে দিয়ে কথা বলছেন এবং এই হল গুরুদেবের দেওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করা অন্যথায় তা অপচয় মাত্র। প্রত্যেক অভ্যাসীদের পরিবর্তন গুরুদেবের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন আরও দৃঢ় করে তোলে।

এক সপ্তাহ পর আরও লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, সৎসঙ্গ করতে আসা অভ্যাসীরা অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা করছে, যদিও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যাদের সময় নেই তারা চলে যেতে পারে।

আমরা গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করছি যাতে আমাদের মধ্যে সম্যক বোঝাপড়া, সহনশীলতা, প্রেম এবং ক্ষমা জাগরিত হয়।

NSIC এ মুক্ত আলোচনা চক্র, নই দিল্লী ঃ

দিল্লীর ওখলা শিল্পাঞ্চলে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থায় গত ৪ ডিসেম্বর ২০০৮ এ এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। ৪৫ জন প্রতিনিধির মধ্যে কিছু কর্মকর্তাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনার বিষয় ছিল 'সন্তুলিত অস্তিত্বের জন্য ধ্যান'। ভ্রা. এ. পি. পল্টা মিশনের স্বল্প পরিচিতি দিয়ে বক্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। ভ্রা. জ্ঞান সারিন হিন্দিতে নির্ধারিত বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন এবং ডঃ শোভনা সংক্ষেপে বিষয়কে ছুঁয়ে গিয়ে সাধনা পদ্ধতির উপর বিশদভাবে বলেন। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া
জানুয়ারী ২০০৯ কেবল মাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত সংখ্যা ১

যোগাশ্রম–তিরুপতি

তিরুপতি কেন্দ্র মিশনের প্রথম আশ্রম যা ২.৫ একর জমির উপর অবস্থিত। ১৯৬৫ সালে বাবুজী মহারাজ এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং তারপর থেকে এর অগ্রগতি অব্যাহত। এই আশ্রম এক অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত, যার পিছনে রয়েছে তিরুমালা পাহাড় এবং কপিলিতিরথম জলপ্রপাত।

এখানকার অভ্যাসীরা প্রথম প্রশিক্ষক ডঃ কে. সি. বরদাচারীর তত্বাবধানে খুব ভালো প্রশিক্ষণ লাভ করে। শ্রদ্ধেয় বাবুজী মহারাজ বছরে একবার, দক্ষিণ ভারত সফরের সময় অবশ্যই এই আশ্রম পরিদর্শন করতেন। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে এই কেন্দ্রের রূপালী জয়ন্তী পালন করা হয়। গুরুদেব এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং অভ্যাসীদের আশীর্বাদ দেন।

১৯৬৫ সালে ডঃ সি. রাজেশ্বরী একটা ছোট বাড়ি দান করেন যেখানে কেন্দ্রের কাজ শুরু হয় এবং তা দৃঢ়ভাবে বিস্তার লাভ করে। ১৯৯৪ সালে নতুন ধ্যানকক্ষ গুরুদেব উদ্‌ঘাটন করেন যেখানে প্রায় এক হাজার জন অভ্যাসীর বসার ব্যবস্থা আছে।

১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে তিরুপতিতে সহজমার্গ গবেষণা সংস্থা প্রথম স্থাপিত হয়। বর্তমানে সেখানে ৯০০ জন অভ্যাসী আছে। নানা ধরণের কর্মসূচী সেখানে গ্রহণ করা হয়।

আশ্রমের সযত্নে রাখা গ্রন্থাগার প্রত্যেকদিন খোলা থাকে। মিশনের পত্র পত্রিকা, সাহিত্য পড়ার জন্য অভ্যাসীরা এর যথাযথ ব্যবহার করে। শিশুদের খেলার সবরকম ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। নতুন জিজ্ঞাসুদের মিশন ও পদ্ধতি বিষয়ে জ্ঞাত করার জন্য 'ওয়েলকাম ডেস্ক' এর ব্যবস্থা আছে।

কেন্দ্রের অভ্যাসীরা নানা ধরণের স্বেচ্ছাসেবী কাজে নিয়মিত অংশ নিয়ে থাকে।

ধ্যানকক্ষ

গ্রন্থাগার

সড়ক

প্রথম বাড়ি

শিশুদের জায়গা

From the Archives

To subscribe to this Newsletter please visit http://www.srcm.org/centers/as/in/newsletter/index.jsp
For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2008 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved.
"Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.
This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM.